

# প্যারিসের চিঠি

ওয়াসিম খান পলাশ

প্যারিস থেকে



Gustave Eiffel



## টাওয়ারের ইতিহাস ইতিহাসে টাওয়ার

আইফেল টাওয়ারের নাম কে না শুনেছে। বিশ্বের বিশ্বয় এই টাওয়ারটি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বুকে মাথা উচু করে দাড়িয়ে বিশ্বয় ছড়াচ্ছে। আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন এই টাওয়ারটি একটিবারের জন্য স্বচক্ষে দেখা। যারা বিশ্বের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করেন বা খোজ রাখেন তাদের ড্রয়িং রুমে সুভেগীর হিসেবে একটি আইফেল টাওয়ার সাজানো থাকবেই।

ড্রয়িং রুমে সাজানো একটি আইফেল টাওয়ার আপনার প্রতি অন্যান্যদের ধারণাই পাল্টে দিতে পারে। আইফেল টাওয়ার আজ সবার কাছে একটি প্রাণ্ডিজের প্রতীক। যারা নিয়মিত বিদেশ ভ্রমণ করেন, ইউরোপে কোন অফিসিয়ান টুরে আসেন তারা একটিবারের জন্য হলেও আইফেল টাওয়ার দেখতে আসেন। একটি ছবি তুলতে ভুল করেননা কখনো।

আমরা অনেকেই টাওয়ারটি তৈরীর পিছনের ইতিহাসটি জানিনা। অনেকেই অনেক ভাবে এর ইতিহাস বলে করে থাকি। কেউ কেউ বলেন ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে সর্ব সাধারণের প্রদর্শনীর জন্য ফরাসি সরকার টাওয়ারটি তৈরী করেন। এরকম অনেক কথাই প্রচলিত আছে।

১৮৮৬ সালের কোন এক সময় M.Gustave Eiffel পেশায় ইঞ্জিনিয়ার ফ্রান্স সরকারের শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে ৩০০ মিটার উচু একটি টাওয়ার নির্মাণের সুপারিশ পান। ১৮৮৯ সালে বিশ্ব বানিজ্য মেলায় প্রদর্শনীর জন্য। M.Gustave Eiffel এর বয়স তখন ৫৫ বছর। ইতিমধ্যে তিনি ও তার প্রতিষ্ঠান বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

উল্লেখ্য, Gustave Eiffel ১৮৩২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্যারিসের অদূরে ডিজন শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ সালে প্যারিসের কেন্দ্রীয় আর্টস এন্ড আর্টস ম্যানুফেকচারস থেকে Chimie ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর ডিগ্রী লাভ করেন। এর ঠিক এক বছর পর তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ঝুকিপূর্ণ মাটিতে কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য বিশেষ স্পেশলাইজড ছিল। ওই বছরই Gustave Eiffel ফ্রান্সের প্রাদেশিক শহর Bordoux ও Garonne এ দুইটি ব্রীজ তৈরীতে সুপারভাইজার হিসাবে কাজ করেন। তখন Gustave Eiffel এর বয়স মাত্র ২৬ বছর। এ সময়ে Eiffel কাজে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং নিজেকে গড়ে তুলেন।



আইফেল টাওয়ারের বিভিন্ন অংশের ছবি

তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাকে পরবর্তীতে ৩০০ মিটার টাওয়ার তৈরীতে সহায়তা করে। ৩০০ মিটার টাওয়ারের ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি Statu of Liberty এর ধারণাটি কল্পনায় আনেন। এই পেশায় তার ব্যক্তিগত দক্ষতা ও সফলতার জন্য তার এন্টারপ্রাইজ অল্প সময়েই প্রথম সারিতে চলে আসে।

গুজতাফ আইফেল, টাওয়ারের কাজ শুরুর আগে Météorologie ; Astronomie ; En aérodynamisme ; Radiotélégraphie এবং পদার্থ বিজ্ঞানের ভর ও ওজন নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেন। তিনি টাওয়ারটি তৈরী করতে গিয়ে সবসময় Panama Canal ব্যর্থতার স্মৃতি মাথায় রাখেন।



আইফেল টাওয়ারের চূড়া থেকে তোলা প্যারিস সিটির একাংশের ছবি

এরই মধ্যে আইফেল টাওয়ার তৈরীর পরীক্ষা মূলক কাজ শুরু করেন। প্রথমে টাওয়ারটি তিনটি প্ল্যাটফর্মে তৈরী হয়। ১৮৮৪ সালে টাওয়ারটির ডিজাইন তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে ইকোনমি, আর্টিস্টিক এবং খোলামেলা করার জন্য অরনামেন্টস, কাচের গ্লাস ও কিছু জিনিষ বাদ দেয়া হয়। ১৮৮৭ সালের ২৬ শে জানুয়ারী প্রথম টাওয়ারটির ভিত্তি- প্রস্থ স্থাপন করা হয়। এর পাচ মাস পর কাজ শুরু হয়। টাওয়ারের চারটি পিলারের কাজ প্রথম শুরু করা হয়। মসিও আইফেল সেইন নদী ঘেষে অপূর্ব ও সুবিধাজনক কোন একটি জায়গাতে টাওয়ার তৈরীর পরিকল্পনা নেন এবং বর্তমান জায়গাটি বেছে নেন। সেইন নদীর পাড় ঘেষে দুইটি পিলার এবং শোম দো মার এর দিকে দুইটি পিলার তৈরীর পরিকল্পনা করেন। মাটির নীচে পানির স্তরের ৫ মিটার নীচ থেকে প্রতিটি পিলারের ভিত আরম্ভ হয়। ১৮৮৭ সালের ৩০ শে জুন চারটি পিলারের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়। প্রতিটি পিলারই ইম্পাত দিয়ে তৈরী।

টাওয়ারটি তৈরীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনাবিস্কৃত টেকনিকটি ব্যবহার করা হয় চারটি পিলার এবং প্রথম তলা নির্মাণে। চারটি পিলারের বেজমেন্ট থেকে প্রথমতলা পর্যন্ত টাওয়ারটির মূল স্তম্ভ। এই টাওয়ারটি নির্মাণে প্রায় ৮০০০ টন ইম্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। টাওয়ারটিতে যে অসংখ্য পাত লাগানো হয়েছে প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৭.৮০ মিটার। প্রথম তলায় উঠানামার জন্য সিডিও ও লিফটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রথম তলা তৈরীর পর দ্বিতীয় তলা তৈরী করা হয়। দ্বিতীয় তলাতে দর্শনার্থীদের জন্য একটি রেস্টোরার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় তলায় চারিপাশে প্রশস্ত জায়গা রাখা হয়েছে, দর্শনার্থীদের চলাচলের জন্য। নিরাপত্তার জন্য চারিদিকে গ্রিলের বেষ্টি দেয়া হয়েছে। তৃতীয় ও চূড়ান্ত তলায় উঠার জন্য দ্বিতীয় তলাতে এসে লিফট চেঞ্জ করতে হবে।

এরপর শেষ ও তৃতীয় তলা সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় উঠা নামার জন্য লিফটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রতিটি তলায় মেঝে, সিডি ও লিফটে এমনসব মেটাল ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে পিছলে পড়ার সম্ভবনা না থাকে।

১৮৮৯ সালের ১৫ই মে সকাল ১১.৫০ মিনিটে টাওয়ারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। **Gustave Eiffel** এর নামানুসারে টাওয়ারটির নামকরণ করা হয় আইফেল টাওয়ার। ইতিহাসের টাওয়ার।

Paris  
[polashsl@yahoo.fr](mailto:polashsl@yahoo.fr)

০১-০৯-০৮

